দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 APR 1997
পৃঃ ১ কলাম ২

'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীতেও দুর্নীতি

বিকল্প প্রকল্প প্রণয়নের বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে

ইলিয়াস খান

নানা ধরনের দুর্নীতি ঢুকে পড়ায় সরকার 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করছে। এই প্রকল্পটি বাদ দিয়ে বিকল্প কোন প্রকল্প প্রণয়ন করা যায় কিনা সে বিষয় বিশেষজ্ঞমহলে আলোচনা চলছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য এ প্রকল্প চালু করা হয়। যে পরিবারের একটি সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবে

(১৫ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

বিকল্প প্রকল্প

(প্রথম পাতার পর)

তাদের ১৫ কেজি এবং যে পরিবারের দু'টি সন্তান স্কুলে যাবে তাদের ২০ কেজি করে গম প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাতে স্কুলে না গিয়ে শিশুদের পরিবারের জন্য শ্রম দিতে না হয় সে জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগ নেয়ায় শিশুদের স্কুলে গমনের হার শতকরা ৬৭ ভাগ থেকে ৯২ ভাগে উন্নীত হয়। জানা গেছে, চালুর পর থেকেই সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রকল্পটি নিয়ে নানা অভিযোগ আসতে থাকে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন নির্বাচন ও ছাত্র নির্বাচনে পক্ষপাতদুষ্টতা, ছাত্রদের জন্য বরাদ্দকৃত গম চুরি, পড়াশোনার মানের অবনতি ইত্যাদি।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ৭১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এ পর্যায়ে ৪৬০টি পল্লী থানার ৪৬০টি ইউনিয়নকে কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। '৯৪-৯৫ অর্থবছরে আরও ৫৪০টি ইউনিয়নে কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে দেশের মোট সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নের মধ্যে ১২৪৭টি ইউনিয়ন এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ইউনিয়ন বাছাই করা নিয়েই প্রথমত থানায় অভিযোগ আসতে থাকে। ইউনিয়ন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক থেকে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ ইউনিয়নকে নির্বাচনের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করার কথা। ইউনিয়ন নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট থানার শিক্ষা কমিটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪টি ইউনিয়ন নির্বাচন করে তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠাবে। জেলা প্রশাসকগণ জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে প্রতি থানার জন্য প্রস্তাবিত ৪টি ইউনিয়নের মধ্য হতে নির্বাচিতব্য ইউনিয়নসমূহের নাম সুপারিশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করবেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদনের পরই সুপারিশকৃত ইউনিয়ন/ইউনিয়নসমূহ কর্মসূচীভুক্ত হবে।

কিন্তু ইউনিয়ন বাছাইয়ের ক্ষেত্রেই প্রথম গলদ সৃষ্টি হয়। উপরোল্লিখিত নিয়মকানুন না মেনে এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বার শেষ পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সঠিকভাবে ইউনিয়ন নির্বাচন করা যায়নি। গরিব ইউনিয়নের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধনী ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এসেছে। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী দুস্থ বিধবা মহিলার পরিবার, দিনমজুর, অস্বচ্ছল পেশাজীবী, যেমন জেলে-কামার-কুমার, তাঁতি-মুচি এবং ভূমিহীনদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য খাদ্য সাহায্য দেয়ার কথা। কিন্তু কর্মসূচীভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটি অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের পছন্দমাফিক পরিবারের সন্তানদের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রচুর অভিযোগ এসেছে প্রাথমিক গণশিক্ষা বিভাগে। পক্ষপাতমূলকভাবে ইউনিয়ন ও ছাত্র বাছাইয়ের পর গম বিতরণ নিয়েও নানা দুর্নীতি দেখা দেয়। থানা সদর থেকে বরাদ্দকৃত খাদ্যদ্রব্য আনয়নের জন্য মাসিক ৩০০ টাকা বরাদ্দ করা হলেও আনয়ন খরচের অজুহাতে ছাত্রদের নির্দিষ্ট পরিমাণের কম গম দেয়া হয়।

শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এবং তাদের অপারগতায় ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা স্থানীয় নির্বাচিত এনজিও প্রতিনিধিদের বরাদ্দকৃত খাদ্য উত্তোলন করার কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদেরই খাদ্য উত্তোলন করতে যেতে হয়। ফলে তাঁরা নিয়মিত ক্লাস নিতে পারেন না। উপরোল্লিখিত অভিযোগগুলো প্রতিদিনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আসছে। এ অবস্থায় খাদ্যের বদলে মেয়েদের উপবৃত্তির মতো গরিব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে টাকা দেয়া যায় কিনা সে বিষয় সরকার চিন্তাভাবনা করছে। সূত্র জানায়, বিষয়টি বিবেচনার জন্য কয়েকজন শিক্ষাবিদের পরামর্শ নেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমাদের এখানেও নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ আসছে। অভিযোগ আসলেই আমরা তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। প্রকল্প রাখা কিংবা বিকল্প প্রকল্প প্রণয়ন সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। আমাদের কাজ শুধু বাস্তবায়ন করা।